

سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ

৭০- সূরা আল্ নাযেরজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৫ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

- | | |
|---|---|
| <p>১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।</p> | <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝</p> |
| <p>২। একজন প্রস্কারী অবশ্যাব্যবী আযাব সম্বন্ধে প্রস্কারিয়াছে।</p> | <p>سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝</p> |
| <p>৩। কাকেরদের জন্য, কেহই ইহার প্রতিরোধকারী নাই।</p> | <p>لِكُفْرَيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝</p> |
| <p>৪। আল্লাহর নিকট হইতে, যিনি (উন্নতির) সোপানসমূহের অধিপতি।</p> | <p>فَإِنَّ اللَّهَ ذِي النَّازِعَاتِ ۝</p> |
| <p>৫। ফিরিশ্তাগণ এবং রূহুল কুদুস (বাণীবহনকারী ফিরিশ্তা) তাঁহার দিকে আরোহণ করে একদিনে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর।</p> | <p>تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝</p> |
| <p>৬। সূতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর— উত্তম ধৈর্য।</p> | <p>فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ۝</p> |
| <p>৭। নিশ্চয় তাহারা উহাকে অনেক দূরে দেখিতেছে।</p> | <p>إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝</p> |
| <p>৮। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উহাকে সন্নিহিতে।</p> | <p>وَنُزُلُهُ قَرِيبًا ۝</p> |
| <p>৯। সেদিন আকাশ হইবে বিগলিত তাম্রের ন্যায়,</p> | <p>يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالذَّهَبِ ۝</p> |
| <p>১০। এবং পর্বতসমূহ হইবে ধ্বংস পশমের ন্যায়,</p> | <p>وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝</p> |
| <p>১১। এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে না।</p> | <p>وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا ۝</p> |
| <p>১২। (যদিও) তাহাদিগকে তাহাদের (বন্ধুদের) অবস্থা পরস্পরকে দেখানো হইবে। প্রত্যেক অপরাধী কামনা করিবে, হায়! সে যদি সেদিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) হিসাবে পেশ করিতে পারিত নিজ সম্বন্ধাদিগকে,</p> | <p>يُبْعَثُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَدَّرُ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ يُنْفَخُ يُنْفَخُ ۝</p> |
| <p>১৩। এবং তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার ভাইকে,</p> | <p>وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهَ ۝</p> |

১৪। এবং তাহার জাতি-গোষ্ঠীকে যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত,

وَقَبِيلِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۝

১৫। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে; অতঃপর সে উহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত !

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْفِخُهُ ۝

১৬। কিন্তু ইহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় ইহা অগ্নি দিখা,

كَلَّا إِنهَا لَظَنٌ ۝

১৭। চামড়া পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়ার আশাব।

نَرَاةَ لَشْوَى ۝

১৮। উহা তাহাকে ডাকিবে—যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝

১৯। এবং সে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহাকে সংরক্ষণ করে।

وَجَعَلَ قَادُغِي ۝

২০। নিশ্চয় মানুসকে অর্ধৈ-চঞ্চল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝

২১। যখন তাহাকে কোন ক্লেস স্পর্শ করে, তখন সে হা-হতাশ করে।

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

২২। এবং যখন তাহাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা করে,

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

২৩। কেবল নামাযীগণ ব্যতিরেকে,

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝

২৪। যাহারা সতত তাহাদের নামাযে কায়ম থাকে;

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝

২৫। এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে নির্দিষ্ট হক,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَعَلُّهُ ۝

২৬। তাহাদের জন্যও যাহারা (সাহায্য) চাহিতে পারে, এবং তাহাদের জন্যও যাহারা চাহিতে পারে না।

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

২৭। এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা বিচার দিবসের তসদীক (সত্যায়ন) করে,

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ ۝

২৮। এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের আশাব সম্বন্ধে ভীত এবং সন্তুষ্ট থাকে—

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝

২৯। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রতিপালকের আশাব (হইতে কেহই) নিরাপদ নহে—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنُونٌ ۝

৩০ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হিফায়ত করে—

وَالَّذِينَ هُمْ يُغْفِرُوهُمْ فَحِظُوا لَهُمْ ۖ

৩১ । কেবল তাহাদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভূতপণ বাতিরেকে, বস্তুতঃ এইক্ষেত্রে তাহারা তিরস্কৃত হইবে না,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ

৩২ । কিন্তু যাহারা ইহার অতিরিক্ত চাহিবে, তাহারা অবশ্যই সীমানাঘনকারী—

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۚ

৩৩ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা তাহাদের (নিকট গচ্ছিত) আমানতসমূহ এবং তাহাদের অংগীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান থাকে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زُغْنُونَ ۖ

৩৪ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা নিজেদের সাক্ষা সমূহের উপর কায়ম থাকে

وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدُونَ ۚ

৩৫ । এবং তাহারা (বাতিরেকে), যাহারা তাহাদের নামাযের হিফায়ত করে,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۚ

৩৬ । ইহারাই জন্মাতসমূহে সন্মানের সহিত থাকিবে ।

يَا أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ۚ

৩৭ । অতএব তাহাদের কি হইয়াছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, যে তাহারা (জোখডরে) মাথা উচু করিয়া তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে—

فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكَ لَتَكَلِّمُ الْمُطَّعِنِينَ ۖ

৩৮ । ডান দিক হইতে এবং বাম দিক হইতে দলবদ্ধভাবে ?

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۖ

৩৯ । তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এই কামনা করিতেছে যে, তাহাকে নেয়ামতপূর্ণ জন্মতে প্রবিষ্ট করা হইবে;

أَيَطَّعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمًا ۚ

৪০ । কখনও নহে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে যদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তাহারা জানে ।

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ۚ

৪১ । অতএব আমি অবশ্যই পূর্ব দিকসমূহের এবং পশ্চিম দিকসমূহের প্রতিপালকের কসম শাইতেছি যে, নিশ্চয় আমরা সর্বশক্তিমান—

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۚ

৪২ । ইহার উপর যে, তাহাদের স্থানে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম (অন্য লোক) বদল করিয়া আনি এবং এই ব্যাপারে কেহই আমাদিগকে অক্ষম করিতে পারিবে না ।

عَلَىٰ أَنْ يُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۚ

৪৩। অতএব তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা তুচ্ছ গল্প-গুজবে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকুক, এমনকি তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করুক যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে,

فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। যেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এমন দ্রুত গতিতে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,

يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْجَذَابِ سِرَّاءَ كَانَهُمْ إِلَى
نُصْبٍ يُوفُؤُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে, লাক্ষ্য তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহাই সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

بِأَشْعَةٍ أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ
الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٥﴾